Jagannath Univesity Journal of Social Sciences. Vol. 6 & 7, No. 1 & 2, 2017, 79-97

সামাজিক আন্দোলনে ফেসবুকের ভূমিকা: পরিপ্রেক্ষিত রামপাল

মোঃ রাইসুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০

ফাতেমা-তুজ-জোহরা
এমফিল শিক্ষার্থী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০

Abstract: *Online Social media is relatively new in Bangladesh. This media is becoming popular throughout the country. Today, the development of e-journalism is not limited to cities only. A limited number of online news portals are also emerging in other parts of the country. This paper deals with the roles, challenges and opportunities of social media in Bangladesh. Primarily, the paper tries to determine the variation of social media users and their reasons for using social media. The main focus of this write up is the role of facebook in Rampal issue. Despite the bright future of computer mediated communication, the mass people have created hindrances for these media.*

Keywords : Social movement, Facebook, Rampal Power Plant Project

ভূমিকা

Karl Pilkington বলেন, "Everyone is living for everyone else now. They're doing stuff so they can tell other people about it. I don't get all that social media stuff. I've always got other things I want to do odd jobs around the house. No one wants to hear about that" (Parker, 2013).

পৃথিবী যে বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত হয়েছে, এ কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন হয়তো নেই। কারণ ঘরে বসেই এখন সারা বিশ্বের খবর জানা যায়, শোনা যায়, আবার চাইলে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের মানুষের সঙ্গে ভাব বিনিময় করা যায়। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সৃষ্টি করে চলেছে নতুন এক বাস্তবতা। দীর্ঘ অপেক্ষার পর গ্রামের চায়ের দোকানে এসে পৌঁছানো পত্রিকা কিংবা বইপত্র ঘেটে প্রয়োজনীয় তথ্য খোঁজাখুজির দিন শেষ হয়েছে। এখন আমরা পৌঁছে গেছি মাউস আর স্মার্টফোন নির্ভরতার যুগে। গণমাধ্যম তথ্য বিপণনের সাবেক পন্থা থেকে বেরিয়ে এসেছে, প্রত্যেকে এখন ২৪ ঘন্টা সবার আগে সর্বশেষ সংবাদ প্রচারের লড়াইয়ে মেতে উঠেছে আর সেখানে ইন্টারনেট যেন রাজপথ। তাই গণমানুষের সঠিক তথ্য জানা ও জানানোর যে আকাঙ্খা, গণমাধ্যমে প্রবেশাধিকারের যে বাসনা অনেকাংশ পূরণ করেছে অনলাইন মাধ্যম। ইন্টারনেট প্রচলিত গণমাধ্যমের বিকল্প মাধ্যম হিসেবে পাঠকসাধারণের কাছে উপস্থিত হয়েছে। যেখানে পাঠক গণমাধ্যমের কাছে বন্দি নয়, তারা নিজেদের মতো করে মাধ্যমটি ব্যবহার করতে পারে। অতি সাধারণ মানের দক্ষতা নিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী নিজেই বিনা খরচে ওয়েবসাইট বা ওয়েবপেইজ তৈরি করতে পারে। নিজের দেখা বিষয়ে সংবাদ তৈরি ও প্রকাশ করতে পারে, অডিয়েন্স তার ইচ্ছামাফিক কোনো সংবাদ বাছাই, সংবাদের ট্রিটমেন্ট, উপস্থাপনা স্টাইল ও আঙ্গিক দিক ঠিক করতে পারে। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী প্রকাশক (ইলেকট্রনিক পাবলিশার) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ফলে ইন্টারনেটকে সত্যিকার অর্থে একটি গণতান্ত্রিক মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইন্টারনেট ব্যবহার করে জনগণ তথ্য জগতে প্রবেশ করতে পারে। তাদের মতামত, চিন্তা, ধারণা পৃথিবীব্যাপী আদান-প্রদান করতে পারে। ক্ষমতাহীন মানুষ নিজেদের চাহিদা, প্রয়োজনকে অন্যের সামনে তুলে ধরার মাধ্যমে নিজেকে ক্ষমতায়িত করতে পারছে (আলম, ২০১২)।

এমনকি যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট হচ্ছে বিগত শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। ইন্টারনেট ও অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতে ঘটে গেছে তৃতীয় শিল্পবিপ্লব যা ডিজিটাল বিপ্লব নামে পরিচিত। বর্তমান যুগ ইন্টারনেট নির্ভর। ইন্টারনেট মানেই অনলাইন নেটওর্য়াকিং। সংবাদমাধ্যমও এর ব্যতিক্রম নয়। অনলাইন প্রযুক্তি

নির্ভরতা সাংবাদিকতায় দ্রুতগতি এনেছে। অনলাইন সংবাদমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সাংবাদিকতাকে অংশগ্রহণমূলক, মিথস্ক্রিয়ামূলক ও জনমত গঠনে আরো সক্রিয় করেছে। মানুষের সামাজিক জীবন আজ উন্মুক্ত বৈশ্বিক ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। অনলাইন সংবাদমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বাস্তবিকপক্ষে জুগের্ন হাবারমাসের বৈশ্বিক নতুন জনপরিসর। কেননা, ইন্টারনেট ও সামাজিক নেটওর্য়াকিংয়ের মাধ্যমে ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং বিশেষ করে বৈশ্বিক সংযুক্তি বিরাজমান বিশ্ব জনপরিসরের নতুনমাত্রা যোগ করেছে (Khan, Gilani & Nawaz, 2012)।

বর্তমান যুগকে বলা হয় তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। আর তথ্যপ্রযুক্তির যুগের এই সমাজকে বলা হয় 'তথ্য সমাজ'। আর তাই বিশ্বায়নের এ যুগে ইন্টারনেট কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; ইন্টারনেট সামাজিকীকরণের এক শক্তিশালী এজেন্ট; ইন্টারনেট উন্নয়নের বাহন, বিনোদনের মাধ্যম, তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যম, বিচ্ছিন্ন মানুষকে সঙ্গদানের মাধ্যম, শিক্ষার বাহন, স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যম (সাইফুল, ২০১৪)। এদেশে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয় ১৯৯৩ সালে। তখন এর ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত পর্যায়ে। ১৯৯৬ সালের জুন মাসে বাংলাদেশে অনলাইন নেটওয়ার্কের প্রচলন শুরু হয়। ফলে ইন্টারনেটকে সত্যিকার অর্থে একটি গণতান্ত্রিক মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইন্টারনেট ব্যবহার করে জনগণ তথ্য জগতে প্রবেশ করতে পারে। তাদের মতামত, চিন্তা, ধারণা পৃথিবীব্যাপী আদান-প্রদান করতে পারছে। ক্ষমতাহীন মানুষ নিজেদের প্রয়োজনের চাহিদা, প্রয়োজনকে অন্যের সামনে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে নিজেকে ক্ষমতায়িত করতে পারছে' (আলম, ২০১২)। বর্তমানে এই সোশ্যাল নেটওর্য়াকিং সাইটগুলোকে নাগরিকরা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অন্যতম প্লাটফর্ম হিসেবে বেছে নিয়েছে। জনগণের তথ্যসেবা, সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রভাব বিস্তারে এসব সাইটের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ২০১৩ সালে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবিতে শাহবাগে গণ-জাগরণমঞ্চ আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছিল এই বিকল্প ধারার গণমাধ্যম ফেসবুক। সম্প্রতি সুন্দরবনের পাশে রামপালে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মান বন্ধের দাবিতে ফেসবুকে আন্দোলন করে যাচ্ছে সর্বস্তরের মানুষ। সুন্দরবন রক্ষার এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে ফেসবুক ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনকারীদের এই আন্দোলনে ফেসবুক ব্যবহারের কারণ, আন্দোলনে এর প্রভাব সর্বোপরি ফেসবুক সম্পর্কে আন্দোলনকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি তথ্য উন্মোচনের নিমিত্তেই আলোচ্য গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

তৃতীয় বিশ্ব ও বাংলাদেশে ফেসবুকের আর্বিভাব

সম্প্রতি 'নিউ মিডিয়া' বা নতুন মাধ্যম হিসেবে অনলাইন ভুবনে আর্বিভাব হয়েছে সামাজিক যোগাযোগের বহু ওয়েবসাইট। সামাজিক নেটওয়ার্ক ফেসবুক আসে ২০০২ সালে। ধীরে ধীরে এর পরিধি বৃদ্ধি পায় ও চালু হয় টুইটার, মাইস্পেস, ইনস্টাগ্রাম ও হাইপার এর মতো বেশকিছু সাইট। নাগরিকদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশে অন্যতম প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে এসব সাইট। সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বিশেষত মিশর, লিবিয়া, সুদান, জর্ডান, বাহরাইন, আলজেরিয়া, ইয়েমেন, মরক্কো ও সৌদিআরবে যে গণআন্দোলন সৃষ্টি হয় তাতে তথ্য আদান-প্রদানের প্রধান বাহন হিসেবে কাজ করছে নতুন মাধ্যম হিসেবে খ্যাত সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট। মোবাইল ফোন, ব্লগ, ইউটিউব, ফেসবুক, টুইটার বর্তমানে গণ-অভ্যুত্থানের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা, আর্ন্তজাতিক গণমাধ্যম ও বিশ্ববাসীর নজর কাড়া, জনগণকে রাজপথে নামিয়ে আনাসহ নানা ভূমিকা পালন করেছে সামাজিক সাইটগুলো। এমনকি বিশ্বের মূলধারার অনেক গণমাধ্যম তাদের কাছ থেকেই বিপ্লবের সর্বশেষ তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করে বিশ্বব্যাপী তা প্রচার করছে (আলম, ২০১২)। মধ্যপ্রাচ্যের তরুণরাই আন্দোলনকে বেগবান করছে। তরুণ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে, একত্র করতে সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলো ভূমিকা পালন করেছে। এসব সাইট জনগণকে তথ্য দিয়েছে, সচেতন করেছে, নিজেদের অধিকার সর্ম্পকে সজাগ করেছে, এমনকি রাজপথে গণআন্দোলনে অংশ নিতে মানুষকে উৎসাহ যুগিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগের এ বিকল্পকে তাই বলা হচ্ছে 'ওয়েবযুদ্ধ' (আলম, ২০১২)।

তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে আমাদের দেশের খুব কম সংখ্যক মানুষই ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। তারপর ও এর সংখ্যা অনেক। ছাত্র, শিক্ষক, পেশাজীবী, শিশু-কিশোর, গৃহিনী সবাই আছে ফেসবুকে। বলা যায়, সম্প্রতি ইন্টারনেট ভিত্তিক নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোর প্রতি বাংলাদেশের মানুষের বেশ আগ্রহ বেড়েছে। অবশ্য এ ধরনের

মাধ্যমগুলোর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের প্রভাবই রয়েছে। চীন, সিরিয়া, মিশর, ইরানসহ অনেক দেশে নিষিদ্ধ; অবশ্য ইরানে ২০০৯ সালে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। সম্প্রতি বাংলাদেশে বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ১লা আগস্ট থেকে কিছুদিন অফিস ছুটির পর বিকেল থেকে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের জন্য ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ রাখা হয়। সামাজিক সম্পর্কের এই ওয়েবসাইট ব্যবহারের ফলে আমরা যেমন সময়ের অপচয় করছি তেমনি মানুষ তার নিজস্ব কাজে অমনোযোগী হয়ে পড়েছে, জড়িয়ে পড়ছে নানা অনৈতিক কাজের সাথে। সর্বোপরি খর্ব হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা। বিশ্ব এগিয়ে চলছে, সেই সাথে এগিয়ে চলছে আমাদের বাংলাদেশ।

সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় ফেসবুক। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে বিপুল সংখ্যক ব্যবহারকারী এই মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে। দেশে ইন্টারনেটের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে বাড়ছে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা। কে নেই ফেসবুকে; বয়সের ভারে হাত কাপা বৃদ্ধ থেকে ইচড়েপাকা শিশু-সবার উপস্থিতি ফেসবুকে। দেশের আধুনিক শিক্ষিত সমাজ তো বটেই, গ্রামগঞ্জের অর্ধশিক্ষিত বা স্বশিক্ষিত মানুষের ও মন্ত্রী, সাংসদ, আমলা, শিক্ষক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ। ২০০৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশে ফেসবুক ব্যবহার শুরু হয়। অনলাইন পত্রিকা বা টেলিভিশনের আগেই ফেসবুক ব্যবহারকারীর স্ট্যাটাসে ব্রেকিং নিউজ চলে আসছে। ঘটনার তাৎক্ষনিক ও এক্সক্লুসিভ স্থির ছবি, অডিও-ভিডিও তাও মিলছে ফেসবুকে। মূলধারার গণমাধ্যম ফেসবুক মনিটরিং করে খবর জানছে। ফেসবুকের মাধ্যমে নাগরিকরা কোনো বিষয়ে তাদের মতামত, প্রতিক্রিয়া, ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা, পরামর্শ প্রতিবাদ জানতে পারছেন। এখানে গুরুগম্ভীর আলোচনা-সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও চলে বেশ। ফেসবুকের স্ট্যাটাসে প্রশাসন নড়ে ওঠেছে। রাজনীতির গতি ঘুরে যাচ্ছে। মূলধারার গনমাধ্যম নিজেদের ডিসকোর্স সাজাচ্ছে। অপরাধ, অন্যায়-অবিচার, দূর্নীতি, দুষ্কর্ম প্রকাশ্যে আসছে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়বিচার, সুশাসন, গণতন্ত্র, বাকস্বাধীনতা প্রকৃতি নিশ্চিত করছে ফেসবুক।

জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো কিছু প্রকাশের জন্য নাগরিকদের এখন আর মূলধারার গণমাধ্যমের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না। নিজের আর মূলধারার গণমাধ্যমের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না। নিজের ফেসবুকই তার গণমাধ্যম। শক্তিশালী গণমাধ্যম,স্ট্যাটাস, ছবি, অডিও-ভিডিও, রঙ্গচিত্র প্রভৃতি ফেসবুকে পোস্ট হচ্ছে, মুহূর্তে তা ছড়িয়ে পড়ছে। ঝড় ওঠছে সাইবার পরিসরে, এমন পরিস্থিতিতে ফেসবুকের আলোচ্য বিষয় ও আধেয় গ্রহন করতে বাধ্য হচ্ছে মূলধারার গণমাধ্যম। ফেসবুকের বিষয় সংবাদ, মন্ত্রিসভা, সচিবলায়, রাজনৈতিক দলের নীতিনির্ধারনী বৈঠকে পর্যন্ত আলোচিত হয়।

গবেষণার যৌক্তিকতা

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমের প্রতি দিন দিন মানুষের আগ্রহের শেষ নেই। ফেসবুকের মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে অবস্থানরত বন্ধুর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়, কথা বলা যায়। তথ্য আদান-প্রদানসহ গড়ে তোলা যায় বন্ধুদের নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক। যেহেতু আমাদের দেশে ফেসবুক ব্যবহারকারীদের মধ্যে বেশিরভাগই শিক্ষিত যুব সমাজ, স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থী সেহেতু বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে তাদের প্রত্যেক্ষ অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে ফেসবুক অন্যতম একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং একই সাথে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ ও সুন্দরবনের পরিবেশ আমাদের দেশের একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। তাই এই গবেষণা বর্তমান সময় ও বর্তমান প্রেক্ষাপটে যুক্তিযুক্ত।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

গবেষণার লক্ষ্য হচ্ছে রামপাল আন্দোলনে অ্যাক্টিভিস্টদের অংশগ্রহন কেমন এবং এর দ্বারা কীভাবে সামাজের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে। সামাজিক আন্দোলনে ফেসবুকের মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন নিশ্চিতকরনে অ্যাক্টিভিস্টরদের অংশগ্রহন এখানে মূখ্য বিষয়। যেহেতু বিকল্প মধ্যমের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হচ্ছে ফেসবুক। তাই ফেসবুকে অংশগ্রহনের পরিমান বেশি হলে দেশের বিভিন্ন সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক ইস্যুতে এ মাধ্যম আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারবে। বেশ কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে "সামাজিক আন্দোলনে ফেসবুকের

ভূমিকা: পরিপ্রেক্ষিত রামপাল" শীর্ষক গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ: রামপালে কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সরকারী সিদ্ধান্তের বিরোধিতাকারীগণের-

১. বিরোধিতার মাধ্যম হিসেবে ফেসবুক ব্যবহারের কারণ।

২. এ কাজে ফেসবুক ব্যবহারের মাত্রা।

৩. বিরোধিতার মাধ্যম হিসাবে ফেসবুক ব্যবহারের সুফল যাচাই।

গবেষণার প্রশ্নসমূহ

আলোচ্য গবেষণার মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলনে ফেসবুকের ভূমিকা পরিপ্রেক্ষিত রামপাল সর্ম্পকিত নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর উন্মোচন করা হয়েছে।

- সামাজিক আন্দোলনে কোন ধরনের গণমাধ্যম ব্যবহার হচ্ছে?
- ফেসবুক ব্যবহারের কারণ কী?
- ফেসবুক সম্পর্কে আন্দোলনকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি কী?
- আন্দোলনে ফেসবুকের প্রভাবন মাত্রা কী?

প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

সামাজিক যোগাযোগ হলো ইন্টারনেটভিত্তিক এক ধরনের মাধ্যম, যেখানে ব্যবহারকারীরা একজন আরেকজনের সঙ্গে মিথোস্ক্রিয়া করে, নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা করে, মন্তব্য জানায়। এজন্য বলা হয় সারা দুনিয়ার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য তথ্যের মিলন কেন্দ্র হলো ইন্টারনেট। ইন্টারনেটে অবস্থিত অসংখ্য সাইট গুলোর মধ্যে একটি হলো ফেসবুক।

আধুনিক বিশ্বে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আবির্ভাব খুব বেশি দিনের নয়। আর তাই বাংলাদেশে ও এর আগমন অল্প দিনের। বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে আমাদের দেশে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সামাজিক আন্দোলনে বিকল্প মাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে খুব একটা গবেষণা হয়নি বললেই চলে। এ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মোটামুটি যে সকল গবেষণার সন্ধান পাওয়া গেছে, তার প্রেক্ষিতও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং সীমিত। তবে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে বিকল্প মাধ্যম (ইন্টারনেটের) ব্যবহার, সমস্যা-সম্ভাবনা ইত্যাদি নিয়ে পত্রপত্রিকায় ব্যাপক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই সকল প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও প্রতিবেদন ইত্যাদি বিষয়ে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।

২০১০ সালে রিওডি জেনিরো'র একদল বস্তিবাসী একটি গ্রুপ গঠন করে নাম দেয় 'Papo Reto'(straight talk)। এদের সাংবাদিকতার একমাত্র অস্ত্র ছিল স্মার্টফোন। এছাড়া পরবর্তীতে ২০১৫ সালের ১ এপ্রিল বস্তিতে পুলিশ কর্তৃক গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। ব্রাজিলিয়ান গণমাধ্যম কভার করতে পারেনি ওই ঘটনা। পরে তারা ডকুমেন্টরি তৈরি করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করে সকলের দৃষ্টি আর্কষণ করেন। এ ঘটনায় মিডিয়ার ভূমিকা নিয়ে তাদের বক্তব্য: "The Media Doesn't Care What Happens Here"। এ ঘটনার ভিডিওটি ভিকটিমের এক প্রতিবেশী মোবাইল ফোনে ধারণ করেন। পরে ঐ গ্রুপ বিভন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করে। এর ফলে ব্যাপক প্রতিবাদ, বিক্ষোভ দেখা দেয় (Shear, 2015)। বাংলাদেশের শাহবাগ আন্দোলন গড়ে ওঠার পেছনে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিল। তেমনি সাম্প্রতিক রামপালে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মান বন্ধের দাবিতে সামাজিক মাধ্যম ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। এ কারনে এ গবেষণাটি প্রাসঙ্গিক। সোশ্যাল মিডিয়া হচ্ছে কম্পিউটার ভিত্তিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জনগণ বিভিন্ন ধরণের তথ্য ও উপাত্তের জন্য ভারচুয়্যাল নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে যোগাযোগ করে। সোশ্যাল মিডিয়া মানুষ এর প্রফাইল তথ্য শেয়ারের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বন্ধন তৈরি করে। বিকল্প মাধ্যমের এই বৈশিষ্ট্যের ফলে যে কোনো ঘটনা মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো সম্ভব এবং এভাবে ব্যবহার করার ফলে ২৫ মার্চ ২০১৫ সালে সামাজিক মিডিয়ার আন্দোলন যখন বাস্তবে রূপ নেয় তখন ক্ষমতাচ্যুত হয়। ক্ষমতায় বসায় বিরোধী দলীয় নেতা কুরমানবেগকে। টিউলিপফুলের দেশ কিরগিজস্থান। আন্দোলনকারীদের হাতে ছিল টিউলিপ ফুল, এর কারনে এ আন্দোলনের নাম হয় "টিউলিপ রেভল্যুশন" (Smith, 2005)।

তিউনিসিয়ায় জেসমিন বিপ্লব মূলত কালার রেভল্যুশান এরই ধারাবাহিকতায় সম্পন্ন হয়েছে। শান্তিপূর্নভাবে যে বিপ্লব সম্পন্ন হতে পারে তা প্রমান করেছিলেন সাবেক চেকস্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট নাট্যকার ভাসলাভ হাভেল, ১৯৮৯ সালে। শান্তিপূর্নভাবে আন্দোলন করে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়েছিলেন তিনি। ইতিহাসে ঐ বিপ্লব চিহ্নিত হয়ে আছে "ভেলভেট রেভুলেশন" হিসেবে। শান্তিপূর্নভাবেই পরবর্তীকালে চেকস্লোভাকিয়ার দুটি রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে গিয়েছিল চেক রিপাবলিক ও স্লোভাকিয়া। পরবর্তীকালে এ শান্তিপূর্ন বিপ্লব ছড়িয়ে যায় পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে। ২০০৩ সালের নভেম্বর মাসে (সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী) ক্ষমতাচ্যুত হন।

Brook (2005) এর পরের ঘটনা ইউক্রেনে। ইউক্রেনের শান্তিপূর্ন বিপ্লবকে চিহ্নিত করা হয়েছিল অরেঞ্জ রেভল্যুশান হিসেবে। ২০০৪ সালে শান্তিপূর্ন আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভিক্টর ইয়ুশ্চেনকো। গলায় ছিল হলুদ রঙের মাফলার। হাজার হাজার মানুষ হলুদ রঙের সাফল্য নিয়ে শান্তিপূর্ন বিপ্লব সম্পন্ন করল। এই বিপ্লবকে চিহ্নিত করা হয়েছিল অরেঞ্জ রেভল্যুশন নামে (Satell, 2014)। এই কালার রেভল্যুশন আমরা প্রত্যেক্ষ করি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ থাইল্যান্ডে ও সেখানে জন্ম হয়েছে 'রেডশার্ট মুভমেন্ট' এর। তারা লাল শার্ট গায়ে দিয়ে এখনো আন্দোলন করে যাচ্ছেন (Gustin, 2011)। উপরিউক্ত আন্দোলনগুলোতে মানুষ যেমন বিভিন্ন পোশাক এবং প্রতীক নিয়ে প্রতিবাদ করছিলেন তেমনি বাংলাদেশের আন্দোলনকারীরা সুন্দরবনে কাছে রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ নির্মান বন্ধে কখনো নিজেকে বাঘের আকৃতি তৈরি করে, আবার সুন্দরবন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে আন্দোলন করতে দেখা গিয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়া সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। একটা অসাধারন প্রতিবাদ ঘটেছিল তিউনিশিয়া, মিশরসহ মধ্য প্রাচ্যের অনেক দেশে, যেটাতে সোশ্যাল মিডিয়ার একটা বড় ভূমিকা ছিল। ২০০৯ সালে সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ইরানে "Iranian Green Movement" কে সচল করে এবং যার ফলে এখান থেকে অনেক নিউজ কাভারেজ হয়েছিল "যেটা টুইটার রেভুলেশন" নামে পরিচিত। মিশরের অনেক অ্যাক্টিভিস্ট জ্বলে উঠেছিল সামাজিক মিডিয়ার কারনে। যার ফলে ২০১১ সালে ২৫ জানুয়ারি হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছিল (Clayton, 2009)। তিউনিশিয়ার জনগন ইতিহাস রচনা করেছে। বিশ্ববাসিকে তারা দেখিয়ে স্বাধীনতা হরন করে জনগণকে আর দাবিয়ে রাখা যায় না। বিকল্প মাধ্যমে বিপ্লবের মন্ত্র ছড়িয়ে অনায়াসেই সৈরাচারের পতন ঘটানো যায়। তিউনিশিয়ার পর জেসমিন বিপ্লবের 'ডিজিটালমন্ত্র' ছড়িয়েছে দেশে। গণ-অভ্যুত্থান হয়েছে পিরামিডের দেশ মিশরে। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হোসনি মোবারক ইন্টারনেটের ওপর আরোপ করে বিধি নিষেধ। কিন্তু তাতে কি থামে জনতার রোষ গণতন্ত্রকামী জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে পদত্যাগে বাধ্য হন হোসনি মোবারক (হায়দার ও ইসলাম, ২০১৪)। তিউনিশিয়ার সরকারের দূর্নীতি, বেকারত্ব, দারিদ্র, অপশাসন, বাকস্বাধীনতার অভাবসহ ইত্যাদির বিরূদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ তারেক আল তাইয়্যেব মোহাম্মদ বোউয়াজিজি নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহুতি দেন। এই আত্মহুতির দৃশ্য ইউটিউবে শেয়ার করা হলে মানুষ একত্রিত হয়ে আন্দোলনে নেমে পড়ে (Tocqueville, 1955)। বুয়াজিজির আত্মহুতি হলো অনেকগুলোর একটি যা ফেসবুক, টুইটার, ও ইউটিউবে শেয়ার করা হয়েছে বারবার আলোচিত হয়েছে এর প্রতিবাদ। সরকারের সমালোচনা ও গণতন্ত্রের আকাঙ্খা বাস্তবায়নে অনুপ্রানিত করেছে (হক, ২০১১)। রামপাল বিরোধিতাকারীরা ও ঠিক একইভাবে কঠোর নীতি নিয়ে বিকল্প মাধ্যম (ফেসবুক) ব্যবহার করে মানুষকে সচেতন করছে।

১৯৯৬ সালের জুনে বাংলাদেশে অনলাইন নেটওয়ার্কের প্রচলন শুরু হয় (Rahman, 2012)। তারপর সময় যত গড়িয়েছে বাংলাদেশ তত আইসিটি বান্ধব হযেছে। একুশ শতকের নানা চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার এক যুগ সন্ধিক্ষনে "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার ঘোষনা দিয়ে ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট। দেশরত্ন শেখ হাসিনার ঐ ঘোষনার অন্যতম লক্ষ্য ২০০৯ সালের মধ্যে সারাদেশকে ইন্টারনেট প্রযুক্তির আওতায় নিয়ে আসা।

সামাজিক নেটওয়ার্ক ফেসবুক আসে ২০০৪ সালে। ধীরে ধীরে এর পরিধি বৃদ্ধি পায় ও চালু হয় টুইটার, মাইস্পেস, বেবু, হাইফাই এর মতো বেশকিছু সাইট। নাগরিকদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অন্যতম প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে এসব সাইট। মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা, আর্ন্তজাতিক গণমাধ্যম ও বিশ্ববাসির নজর

কাড়া, জনগনকে রাজপথে নামিয়ে আনাসহ নানা ভূমিকা পালন করেছে সামাজিক সাইটগুলো। এমন কি বিশ্বের মূলধারার অনেক গণমাধ্যম তাদের কাছ থেকেই বিপ্লবের সর্বশেষ তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করে বিশ্বব্যাপি তা প্রচার করেছে (সাদি, ২০১১)। সাংবাদিকেরাও এখন ফেসবুক ব্যবহার করে ফলে তাদের তোলা ছবিগুলো সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয় যেমন হয়েছে সুন্দরবন এর বিষয়টি। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠান নির্মান বন্ধ করতে এই ছবিগুলো ভাইরাল হওয়ার কারণে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা, সকলের নজর কাড়া, জনগণকে রাজপথে নামানো ইত্যাদি কাজ করেছে। সুতরাং এটি গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

শাওন্তী ও সাইফুল ইসলাম কর্তৃক পরিচালিত বিপ্লবেব বাহন 'সামাজিক মাধ্যম' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, সামাজিক মাধ্যমের কল্যাণেই তারা আর্ন্তজাতিক গণমাধ্যম ও বিশ্ববাসির নজর কেড়েছে। জেসমিন বিপ্লবের সময়টিতে সামাজিক মাধ্যমের সেন্সর,অবস্থার বেগতিক দেখে পতনের আগ মুর্হূতে বেন আলী দেশটির গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ঘোষনা দিয়েছিলেন। কিন্তু জনগন তাঁকে বিশ্বাস করেনি। তারা গণ-অভ্যুত্থানকেই বেছে নিয়েছে। জেসমিন বিপ্লবের এই বিক্ষুব্ধ সময়টিতে দেশটির রাষ্ট্রীয় ও মূলধারার গণমাধ্যমগুলো ছিল পুরোপুরি নিশ্চুপ। প্রথমদিকে জনরোষের বিষয়টি তারা তাদের মাধ্যম থেকে 'ব্ল্যাক আউট' করে দেয়। তবে এক পর্যায়ে তারা আন্দোলনের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করলে ও একে বেআইনি বলে উল্লেখ করে। বিপ্লবী জনতাকে তারা বিচ্ছন্নতাবাদী বলে অভিহিত করে (রেহমান, ২০১৪)।

বাংলাদেশ সরকার ঠিক একইভাবে এ আন্দোলনের কথা স্বীকার করলেও এটিকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ২০১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবিতে ব্লগার ও অনলাইন অ্যাক্টিটিভিস্ট নেটওয়ার্ক ঢাকার শাহবাগে যে আন্দোলন শুরু করে পরবর্তীতে তা সারাদেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি অনলাইনে বাকযুদ্ধ ও হয়। ব্লগাররা 'সাইবার ওয়ার অ্যাট শাহবাগ' নামক ফেসবুক গ্রুপ গড়ে তোলেন। তার 'কাদের মোল্লার' অনুসারীরা 'বাঁশের কেল্লা' নামক ফেসবুক গ্রুপে এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রচারণা চালাতে থাকে। এর ফলে ব্যাপক প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ইত্যাদি দেখা যায়। অর্থাৎ এই প্রতিবাদ, বিক্ষোভ গড়ে ওঠার পিছনে সামাজিক যোগাযোগের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত কঠোর (সুন্দরবন সংখ্যা, ২০১৫)।

১০ জুন ২০১৫ সিলেটে শিশু রাজনকে পিটিয়ে হত্যার ভিডিও ফেসবুক ও ইউটিউবে প্রচালিত হওয়ার পর এসব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ সারাদেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং মূলধারার গণমাধ্যম পরে এ ঘটনা ফলাও করে প্রচার ও প্রকাশ করে। এ ধরনের পিটিয়ে হত্যার ঘটনা বাংলাদেশে ঘটে কিন্তু তা গণমাধ্যমে এভাবে কভারেজ পায় না। সামাজিক যোগাযোগ মাধমে এভাবে ছড়িয়ে না পড়লে ঘটনাটি হয়তো এত গুরুত্ব পেতো না। সাংবাদিকরা অধ্যাপক এবং গার্ডিয়ানের লেখক রায় গ্রীনস্লেভ এক টুইটার বার্তায় বলেন, 'Behind every tweet is a story; behind every facebook posting is a story; behind every story is a story' (Owen, 2015). উপরে উল্লিখিত ঘটনাগুলোর মত রামপাল বিষয়টা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে যা এ গবেষণার সাথে পুরোপুরি প্রাসঙ্গিক।

তাত্ত্বিক কাঠামো

"সামাজিক আন্দোলনে বিকল্প (ফেসবুক) মাধ্যমের ভূমিকা: পরিপ্রেক্ষিত রামপাল" শীর্ষক এই গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করতে বেশ কিছু তত্ত্বের মিল খুঁজে পাওয়া গেছে। প্রথমটি এই গবেষণা কর্মের তাত্ত্বিক কাঠামো গণমাধ্যম ব্যবহার ও তুষ্টি তত্ত্বের সঙ্গে সংশিষ্ট। অর্থাৎ এই তত্ত্বে পাঠক-দর্শক-শ্রোতার গণমাধ্যম ব্যবহারের কারণ ও এর দ্বারা তাদের তৃপ্তিবোধ করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আন্দোলনকারীরা কেন বিকল্প মাধ্যম ব্যবহার লক্ষ্য। মার্শাল ম্যাকলুহানের Technological Determinism তত্ত্বের সাথে গবেষণার বিষয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ মিল রয়েছে (McLuhan,1964) । সমাজ খুব সূক্ষভাবে প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। যেমন তথ্য জানা, প্রতিদিন টিভি দেখা, সংবাদপত্র পড়া, মোবাইল ব্যবহার করা মানুষের প্রত্যহ অভ্যাসে পরিনত হয়েছে। এই গবেষণা কর্মের তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে রজার্সের উদ্ভাবন বিকিরণ তত্ত্ব ও ক্যাস্টলের Network Society Theory এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ (Castells, 2009)।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণায় তথ্য সংগ্রহে দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ১. আধেয় বিশ্লেষণ ২. জরিপ পদ্ধতি। 'দৈবচয়ন' পদ্ধতি ব্যবহার করে নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। আধেয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পাঁচটি গ্রুপের মধ্যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে দুটি গ্রুপের আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গ্রুপের সদস্যসংখ্যা, পছন্দের তালিকা ও শেয়ারের সংখ্যাকে বিবেচনা করা হয়েছে। জরিপের ক্ষেত্রে, স্ব-শাসিত পদ্ধতিতে প্রশ্নমালার মাধ্যমে উত্তর নেয়া হয়েছে। জরিপ শেষে প্রতিটি প্রশ্নপত্র নিরীক্ষা করে এর সার্থকতা যাচাই করা হয়েছে। জরিপে ১২০ (শিক্ষক ২০, স্নাতক ৩৫, স্নাতকোত্তর ২৫, ব্যবসায়ী ১৫, সাংবাদিক ১৫, গৃহিনী ১০) জনের কাছ থেকে শ্রেণি ভিত্তিতে স্বেচ্ছায়ায়িত পদ্ধতিতে উত্তর নেয়া হয়েছে।

আধেয় বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল উপস্থাপন

"সামাজিক আন্দোলনে বিকল্প মাধ্যমের (ফেসবুকের) ভূমিকা: পরিপ্রেক্ষিত রামপাল" নিয়ে সুন্দরবনের পাশে রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র না করার প্রতিবাদে বা সুন্দরবন রক্ষার দাবিতে ফেসবুকে আন্দোলনকারীদের অংশগ্রহণ, প্রচার, প্রচারণা, প্রভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ইত্যাদি যাচাই করার জন্য আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। "গবেষণায় সামাজিক আন্দোলনে বিকল্প মাধ্যমের (ফেসবুকের) ভূমিকা পরিপ্রেক্ষিত রামপাল" নিয়ে ফেসবুকে আন্দোলনকারীদের দুটি গ্রুপ কে নির্বাচন করা হয়েছে। ১. "Stop Rampal Project Save Sunderbons' ২. "Say No to Rampal Power Plant" গবেষণায় নির্বাচিত দু'টি গ্রুপের ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত ২ মাসের প্রকাশিত পোস্ট, ছবি আপলোড, ভিডিও আপলোড, লাইক, কমেন্টস, বিশেষজ্ঞের মতামত ইত্যাদি নিয়ে আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিম্নে 'Stop Rampal Project Save Sunderbons' এর দু' মাসের আধেয় বিশ্লেষণ তুলে ধরা হল ঃ

Stop Rampal Project Save Sunderbons

সামাজিক আন্দোলকে আরো জোরদার করার জন্য আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন গ্রুপ তৈরি করে যাতে সব সদস্য ঐ গ্রুপটিতে পোস্ট, মন্তব্য, লাইক, ভিডিও তৈরি ইত্যাদি কাজ করতে পারে। তেমনি রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্র না হওয়ার জন্য বা নির্মান বন্ধ করতে আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন গ্রুপ খুলেছেন। অর্থাৎ আন্দোলনকারীদের অধিকার যখন মূলধারার গণমাধ্যমে আসে না তাদের মতামত, তথ্য, অধিকার প্রকাশ করতে পারে না তখন বাধ্য হয়ে সোস্যাল মিডিয়াকে বেছে নেয়। এটিকে হাতিয়ার করে তাদের অধিকার, দাবি দাওয়া ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরার ফলে জোরালো আন্দোলন করেন। তাই সার্বিক দিক বিবেচনা করে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধে আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন গ্রুপ খুলেছেন। বর্তমানে এই গ্রুপটিতে সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা রয়েছে যা প্রায় ৫,৮৮৫ জন। গ্রুপটির পোস্ট, লাইক, ভিডিও, মন্তব্য ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রথমে 'Stop Rampal Project Save Sunderbons' এর দুই মাসের আধেয় বিশ্লেষণ করা হল।

প্রথমে ফেসবুক গ্রুপ দু'টির মধ্যে একটি 'Stop Rampal Project Save Sunderbons'- সেপ্টেম্বর মাসের যে যে শিরোনাম দিয়ে পোস্ট দেওয়া হয়েছে সেটি সারণির সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়েছে ঃ

সারণি ১ : রামপাল প্রকল্প সম্পর্কিত সেপ্টেম্বর মাসের ফেসবুক পোস্ট

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ
১	রাজনীতি নয়, বিবেচনাটা হোক সুন্দরবন	৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬
২	রামপাল প্রকল্পে সুন্দরবনের ক্ষতি হবে জেনেই আন্দোলন	৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬
৩	সুন্দরবন ধ্বংস করে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র চাই না	৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬
৪	বাংলাদেশে বাতাসের শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কতটুকু সম্ভব?	২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬
৫	"ইউনেস্কোর প্রতিবেদন দেশের আন্দোলনকারীদের দ্বারা প্রভাবিত"	২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬
৬	সুন্দরবনের বিনাশ কেউ মানবে না	২৯সেপ্টেম্বর ২০১৬

উৎস : লেখক কৃর্তক ফেসবুক থেকে প্রস্তুতকৃত

সারণি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে বিশ্লেষণ ও ফলাফল উপস্থাপন:

সারণি ১ এর ক্রমিক ১ থেকে জানা যায়, যে কোনো উন্নয়ন কাজেই পরিবেশের কম বেশি ক্ষতি হবে। অগ্রগতির স্বার্থে এটা মেনে নিতে হবে। কিন্তু অন্য সব ক্ষতি কিছুটা হলেও পুষিয়ে নেয়া যাবে। কিন্তু সুন্দরবন শুধু বাংলাদেশেরই নয়, বিশ্বের জন্যই এক প্রাকৃতিক আর্শিবাদ। তাই সুন্দরবন নিয়ে বাজি ধরার কোনো সুযোগ নেই। রামপালে বিদ্যুৎ কেন্দ্র করার ব্যাপারে সরকার দৃঢ় হলেও অনড় নয়। ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জাতীয় কমিটির নেতাদের সাথে কথা বলেছেন। সংসদীয় কমিটিও জাতীয় কমিটির নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে কথা বলেছেন। জনমত বিবেচনায় নিয়ে সরকার এখনও রামপালে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের অবস্থান থেকে সরে আসতে পারে। পিছিয়ে আসা মানেই পরাজয় নয়। রামপালে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে যেন রাজনীতি নয়, একমাত্র বিবেচনা হোক সুন্দরবন। বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মতো আরো অনেক জায়গা আছে। কিন্তু সুন্দরবনের কোনো বিকল্প নেই। এই শিরোনামে লেখাটি পছন্দ করেছেন প্রায় ২২১ জন, অন্যদিকে মন্তব্য এসেছে ৬৭ টির মতো, অন্যথায় শেয়ার করেছে এই পোস্টটি ৩২ এর কাছাকাছি।

ক্রমিক ২ থেকে দৃশ্যমান হয় এই দেশটা কোনো দলের কিংবা ব্যক্তির একক সম্পত্তি নয়- সুন্দরবন নিয়ে মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি- এমন প্রশ্নের জবাবে সুলতানা কামাল বলেন 'এই ধরনের কথা সংবিধান বিরোধী'। কারণ সংবিধানে বাংলাদেশের সবার সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সুন্দরবন বাংলাদেশের সব মানুষের সম্পত্তি। তাই এ কথা নিয়ে কথা বলার অধিকার আছে সবার। যুদ্ধাপরাধীর বিচারের দাবিতে আমরা যেমন রুখে দাড়িয়েছিলাম তেমনি রামপাল বিরোধী অভিযানে আমরা সাধারন মানুষ রুধে দাঁড়াবো। এই শিরোনামে লেখাটি পছন্দ করেছেন প্রায় ১২৬ জন, অন্যদিকে মন্তব্য এসেছে ৩৭ টির মতো, অন্যথায় শেয়ার করেছে এই পোস্টটি ২২ জন।

ক্রমিক ৩ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২০১ কোটি মার্কিন ডলার অর্থাৎ ১৬,০০০ কোটি টাকা। এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ৭০% ঋণ নেওয়া হবে ভারতের এক্সিম ব্যাংকের কাছ থেকে। বাকি ৩০ শতাংশ অর্থের ক্ষেত্রে ভারতের এনটিপিসি দেবে ১৫ শতাংশ অর্থাৎ ৩০ কোটি ডলার। বিদ্যুৎকেন্দ্র যেহেতু বাংলাদেশেরই হবে তাই ৭০ শতাংশ ঋণের সুদ, ঋণ পরিশোধের দায় বাংলাদেশের। সময়মতো কয়লা আমদানির দায়িত্ব বাংলাদেশের। সময়মতো কয়লা না পাওয়া গেলে কিংবা অন্য কোনো কারণে বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ থাকলে ক্ষতির দায় বহন করতে হবে বাংলাদেশকে। বাংলাদেশকে দিতে হবে প্রকল্পের জন্য মূল্যবান জমি। ভারতের জনসংখ্যার ঘনত্ব বাংলাদেশের চেয়ে অনেক কম। সেই বাংলাদেশকে দিতে হবে সুন্দরবনের সন্নিকটে জমি। জমি, কয়লা, ব্যাংক ঋণ সব কিছুর দায় বাংলাদেশের হলেও উৎপাদিত বিদ্যুৎ কিন্তু ভাগ হবে সমান সমান। মুনাফার টাকা নিয়ে যেতে পারবে ট্যাক্স ছাড়াই। এই পোস্টটি আন্দোলনকারী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পছন্দ করা, শেয়ার করা এবং মন্তব্য করা থেকে বাদ যায়নি।

সারণি ১ এর ক্রমিক ৪ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ ভৌগলিকভাবে এমন এক অবস্থানে আছে যে এখানে ভালভাবেই ট্রেড উইন্ড কাজ করার কথা ছিল। বিভিন্ন কারনে ট্রেড উইন্ড পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় যতটা শক্তিশালী এখানে ততটা না, আবার কিছু কিছু জায়গায় বছর জুড়েই লোকাল উইন্ড থাকে। এর সাথে প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায় সঠিক পরিকল্পনার সাথে বাস্তবায়ন করলে বাংলাদেশের বিশাল উপকূলীয় এলাকার অনেক জায়গার বাতাসের সাহায্যে উল্লেখযোগ্য পরিমান বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। আন্দোলনকারীরা এই পোস্টটিতে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করেছেন, বাতাসের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে বিদ্যুতের সরবরাহ বাড়বে। এই লেখাটি মানুষকে জানানোর জন্য লিঙ্ক থেকে শেয়ার করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তবে এই লেখাটি পছন্দ করতে ভুলেননি আন্দোলনকারীরা।

ক্রমিক ৫ থেকে বোঝা যায় যে আওয়ামীলীগের প্রচার সম্পাদক হাসান মাহমুদ বলেছেন সুন্দরবনের কাছে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলে সুন্দরবনের কোনো ক্ষতি হবে না। অন্যদিকে সুন্দরবনের ক্ষতি হওয়া থেকে যা যা করণীয় সেই পদক্ষেপ নিবে সরকার। কিন্তু ইউনেস্কো মনে করেন এত কাছে যদি বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হয় তার প্রভাব থেকে সুন্দরবন মুক্ত রাখা সম্ভব নয়। এই লেখাটিকে বিভিন্ন আন্দোলনকারী মন্তব্যের মাধ্যমে সমালোচনা করেছেন। এটি পছন্দ করেছেন ২১ জন এবং শেয়ার করেছেন ৫ জন।

ক্রমিক ৬ থেকে জানা যায় বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে সুন্দরবন বিনাশী রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে সরকার, কোম্পানির ভাড়াটে প্রচারক বাহিনী। অর্থমন্ত্রী আব্দুল মাল মুহিত বলেছেন 'সুন্দরবনের ক্ষতি হবে, তবুও এটা আমাদের করতে হবে'। কেন করতে হবে? যে ক্ষতি অপূরনীয়, যে ক্ষতি শুধু সুন্দরবনকে শেষ করবে না, পুরো দেশকে অরক্ষিত করবে, যে ক্ষতি ৩৫ থেকে ৪০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান নষ্ট করবে, তাদের বানাবে পরিবেশগত উদ্বাস্তু, যে ক্ষতি প্রতিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায় চার কোটি মানুষকে ঝুকির মুখে ঠেলে দেবে, সেই কাজ সরকারকে কেন করতেই হবে? মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে এ রকম জনধ্বংসী বন-নদীবিনাশী প্রকল্প মুক্তিযুদ্ধের মানুষ মানবে কেন? মুহিতের কথার পরিপ্রেক্ষিতে আনু মুহাম্মদ বলেন, সুন্দরবনের বিনাশ কেউ মানবে না বলেই মহাপ্রানের বিপদে জেগে উঠেছে সর্বস্তরের মানুষ। শুধু দেশের ভেতরে নয়, দেশের বাইরে প্রবাসে যাঁরা আছেন তারাও এখন সোচ্চার। এই শিরোনামে লেখাটি পছন্দ করেছেন প্রায় ৪২১ জন, অন্যদিকে মন্তব্য এসেছে ১০৭ টির মতো, অন্যথায় শেয়ার করেছে এই পোস্টটি ৭২ এর কাছাকাছি। এরপর 'Stop Rampal Project Save Sunderbons' অক্টোবর মাসের যে যে শিরোনাম দিয়ে পোস্ট দেওয়া হয়েছে সেটি সারণি ২ এ উপস্থাপণ করা হয়েছে ঃ

সারণি ২: রামপাল প্রকল্প সম্পর্কিত অক্টোবর মাসের ফেসবুক পোস্ট

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ
১	'এই দমন পীড়ন সরকারের নৈতিক পরাজয়ের চিহ্ন'	১ অক্টোবর ২০১৬
২	বাংলাদেশে গ্যাসের প্রকৃত মজুদ এবং সম্ভাবনা	৯ অক্টোবর ২০১৬
৩	রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প কেউ চায় না	১৮ অক্টোবর ২০১৬
৪	সুন্দরবন নিয়ে বিজ্ঞাপন আন্দোলনকারীরা অসন্তোষ	২১ অক্টোবর ২০১৬
৫	সুন্দরবন বাঁচাও, খুলনা বাঁচাও	২২ অক্টোবর ২০১৬
৬	সুন্দরবন কি বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি হারাবে	২৪ অক্টোবর ২০১৬
৭	ইউনেস্কো ও সরকারের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক	২৫ অক্টোবর ২০১৬
৮	রামপালের বিরোধিতাকারীরা বিশেষজ্ঞ নন	২৭ অক্টোবর ২০১৬

উৎস : লেখক কর্তৃক ফেসবুক থেকে প্রস্তুতকৃত

উপরোক্ত সারণির ক্রমিক ১ থেকে জানা যায়, 'বাঁচাও সুন্দরবন' শ্লোগানে সুন্দরবন বিনাশী রামপাল প্রকল্পের বাতিলের দাবিতে সাইকেল র‍্যালি কর্মসূচী বানচাল করার জন্য ছাত্রলীগ আগে থেকেই শহীদ মিনারে অবস্থান গ্রহণ করে এবং সাইকেল র‍্যালীতে আক্রমণ চালায়। এছাড়া সাইকেল র‍্যালিতে যোগদানের জন্য ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা যোগ দিতে আসছিলেন পথে পথে হামলা করে এবং সাইকেল ভাংচুরসহ তাদের জখম করা হয়।

শহীদ মিনারে অংশগ্রহনকারীরা অবরুদ্ধ অবস্থাতেই গান, কবিতা ও শ্লোগানের মাধ্যমে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখে। সরকার, কোম্পানী ও একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থার তত্ত্বাবধানে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী বিভিন্ন হল থেকে জোরপূর্বক প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পক্ষে শহীদ মিনারে সন্ত্রাসী তৎপরতায় যোগ দিতে বাধ্য করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কয়েক ঘন্টা ধরে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী তৎপরতা চলাকালে উপস্থিত পুলিশ নীরব ও রহস্যজনক ভূমিকা পালন করে। আন্দোলনকারীরা এটা কে সরকারের পীড়ন ও নৈতিক পরাজয়ের চিহ্নি হিসেবে আখ্যায়িত করে। এই পোস্টটি পছন্দ করেছেন ৫৭৯ জন, এখানে মন্তব্যের মাধ্যমে ব্যক্তিগত আক্রমন করতেও দেখা গেছে, এছাড়া এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করেছে আন্দোলনকারীরা।

ক্রমিক ২ বিশ্লেষণ করলে জানা যায়, সম্প্রতি (২০১৫/২০১৬) ইউনির্ভাসিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ডিপার্টমেন্ট অফ ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রকৌশলী বিডি রহমতুল্লাহর নেতৃত্বে এক ফিল্ড সার্ভে পরি-চালনা করে। সেখানে দেখা যায়, আমাদের দেশে গরু মহিষের গোবর থেকে বছরে ১০৫ বিলিয়ান ঘনফুট, পোলট্রি এবং সুয়ারেজ বর্জ্য থেকে ৫০ বিলিয়ন ঘনফুট, মোট ১৫৫ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব। আমাদের দরকার ইউরোপের মত সারাদেশ জুড়ে এসব বর্জ্য সংগ্রহের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা এবং বায়োগ্যাস ডাইজেস্টার নির্মাণ। আমাদের দেশে নবায়নযোগ্য এই তিনটি উৎস থেকে যে পরিমান গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব তা দিয়ে বর্তমান চাহিদার শতকরা ১৫ ভাগ মেটানো সম্ভব। নবায়নযোগ্য হবার কারণে এই ১৫৫ বিসিএফ গ্যাসের যোগান কখনো শেষ হবে না। যা প্রকৃতিক গ্যাসের মোট মজুতকে আরো দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিবে।

ক্রমিক ৩ এর লেখাটির আধেয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এনটিপিসির ঘোষিত নীতি হচ্ছে : 'To be the world's largest & best power producer, powering India's growth' অর্থাৎ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানি হয়ে ওঠা। ভারতের পরিবেশ মন্ত্রাণালয়ের গাইড অনুসারে নগর, জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণি, অভয়ারণ্য, সংরক্ষিত বনাঞ্চল, পরিবেশগত স্পর্শকাতর এলাকা ইত্যাদির ২৫ কি.মি. সীমার মধ্যে তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মান এড়িয়ে চলতে হবে। দেখা যাচ্ছে, যে ভারতীয় কোম্পানি এনটিপিসিকে বাংলাদেশে সুন্দরবনের এত কাছে পরিবেশ দূষণকারী কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মান করতে দেয়া হচ্ছে, তার নিজ দেশ ভারতে হলে সেই কোম্পানী সেটা করতে পারতো না। এই লেখাটিতে লাইক দিয়েছে প্রায় ৬৩৪ জন, এবং মন্তব্য এসেছে ৫৭ টি, অন্যদিকে শেয়ার করেছে ৮৯ এর কাছাকাছি।

ক্রমিক ৪ থেকে বিশ্লেষণ করলে জানা যায় আন্দোলনকারীদের মতে সুন্দরবন নিয়ে টাকা খেয়ে বিজ্ঞাপনের অভিনয় করছে কিছু লোভী, কুলাঙ্গার। রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পরিবেশের ক্ষতির হিসাব প্রতিটি টিভির রিপোর্টিং সেকশনে আছে। আন্দোলনকারীদের তথ্য না থাকলে ও ইউনেস্কোর তথ্য তাদের হাতে রয়েছে। তবু তারা এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্বপক্ষে প্রচারণার অংশীদার। সরকারি বিজ্ঞাপন প্রচার না করলে ব্লাক লিস্টেড হয়ে যেতে হবে বলে করেন রিপোটিং সেকশন। অথচ এই যে বিজ্ঞাপনে হরদম মিথ্যার বেসাতি চলছে, এতে টিভি মালিক, টিভি চালানো মিডিয়া ব্যক্তিত্বরা, বিজ্ঞাপনী সংস্থা, অভিনেতা এবং সরকারের নেতা-আমলারা সকলেই লাভবান হচ্ছে। সরকার এসব থেকে মূসক-কর আদায় করে মুনাফা করছে আর ক্ষমতাসীনরা তা হাতাচ্ছে। মূল কথা এখানে সমাজের বিভিন্ন Stakeholder দের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন।

ক্রমিক ৫ বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে রামপাল বিদ্যুৎ বিরোধী আন্দোলন। ঢাকায় আয়োজিত বাঁচাও সুন্দরবন সাইকেল মিছিলে হামলার প্রতিবাদে ও চলমান আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২১ অক্টোবর খুলনার সাধারণ শিক্ষার্থীদের আয়োজনে খুলনায় বের হল "সুন্দরবন বাঁচাও খুলনা বাঁচাও" সাইকেল মিছিল। একই দাবীতে ময়মনসিংহেও হয়েছে সাইকেল মিছিল। "আপনারা কয়জনের ঠ্যাং ভাঙ্গবেন? কয়জনকে হুমকি দেবেন? কয়টাকে ঠেকাবেন?" এই পোস্ট নিয়ে ভিডিও তৈরি হয়েছে বেশ কয়েকটি, তবে মন্তব্য করেছেন ১২৩ জন, অন্যদিকে শেয়ার করেছে ৫৪ জন।

ক্রমিক ৬ বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায়, ১৯৯৭ সালে সুন্দরবনকে জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি-বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি প্রদান করে। বিশ্বের অনন্য জীববৈচিত্র্যবহুল এই বনাঞ্চল বাংলাদেশের গর্ব হয়ে

এত দিন সসম্মানে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু আজ ২০ বছরের মাথায় ইউনেস্কো সুন্দরবনকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করলে তার দূষণ সুন্দরবনকে ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে- এ উদ্বেগকে গ্রাহ্যের মধ্যে না নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে অনড় অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সুন্দরবনের বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি আজ সংকটাপন্ন। রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রর দূষণের ফলে সুন্দরবন যে কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হবে তার বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলো দেশের বিশেষজ্ঞ মহল, পরিবেশবিদ ও প্রকৃতি গবেষকরা তুলে ধরা সত্ত্বেও সরকার তা অমূলক, অসত্য ও উন্নয়নবিরোধী বলে অগ্রাহ্য করে আসছে। এছাড়া ইউনেস্কোর চূড়ান্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে,

১. সরকারকে অবশ্যই রামপাল প্রকল্প বন্ধ করতে হবে।

২. ওরিয়ন প্রকল্প কাজ স্থগিত করে নতুন করে স্বাধীন কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিবেশগত সমীক্ষা চালাতে হবে।

৩. সরকারকে সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগ্রহণ পূর্বক এ বছরের ১ লা ডিসেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।

আর স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে ২০১৭ সালের ওয়াল্ড হেরিটেজ কমিটির সেশন মিটিংয়ে সুন্দরবনকে ওয়াল্ড হেরিটেজ সাইট ইন ডেনজার লিস্টে অন্তভূক্ত। আন্দোলনকারীরা এই শিরোনামে সরকারকে বোঝানোর জন্য একের পর এক মন্তব্যে তুলে ধরেছেন, তবে লেখাটি পছন্দ করেছেন ৬৭৭ এবং শেয়ার করা হয়েছে অনেকবার।

ক্রমিক ৭ থেকে জানা যায়, সুন্দরবনের পাশে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মান নিয়ে সরকার ও পরিবেশবাদীদের মধ্যে চলতে থাকা বিতর্ক আরো উসকে দিল জাতিসংঘের সহযোগী সংস্থা ইউনেস্কোর সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে; যে প্রতিবেদনে সুন্দরবনের পাশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মানে আপত্তি জানিয়ে সেটিকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার সুপারিশ করেছিল শিক্ষা ও সাংস্কৃতিবিষয়ক বিশ্ব সংস্থাটি। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হলে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হওয়া না-হওয়া নিয়ে সরকার ও ইউনেস্কোর মধ্যে চলছে চিঠি চালাচালি, যুক্তি-পাল্টাপাল্টি।

ক্রমিক ৮ বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ সরকারের বিভিন্ন মেগা প্রকল্পের বিরোধিতাকারীদের সমালোচনা করেছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। তিনি বলেছেন, রামপাল প্রকল্প দেখতে যারা এসেছেন, তারা বিদ্যুৎ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন। আমাদের দেশের সমালোচনাকারীরা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন। সোশ্যাল মিডিয়ার রামপাল প্রকল্পের বিরোধীতাকারীদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এসব সমালোচনাকারী কারা? আমি তাদের প্রফাইল ঘেঁটে দেখেছি, আসলে তারা সবাই পলিটিকালাইজডস। তিনি আরো বলেন, 'পদ্মা সেতুর কাজ শুরু হওয়ার আগে অনেকে সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু কাজ শুরু হওয়ার পর এখন আর কেই কথা বলছে না।'

'Say No to Rampal Power Plant'এর আধেয় বিশ্লেষণ

এই গ্রুপটি সেপ্টেম্বর মাসে ফেসবুকে রামপাল বন্ধের জন্য যে যে শিরোনামগুলো ব্যবহার করেছেন তা সারণির সাহায্যে তুলে ধরা হলো এবং সারণি ধরে পরবর্তীতে বিশ্লেষণ করা হলো।

সারণি ৩: রামপাল প্রকল্প বন্ধের দাবিতে সেপ্টেম্বর মাসের ফেসবুক পোস্ট

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ
১	কয়লা: চাহিদা কমে যাওয়ায় বাংলাদেশে বাজার খুঁজতে ভারত	৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬
২	রামপাল প্রকল্পে প্রস্তাবিত কয়লা : পরিবহন ব্যবস্থা	১১ সেপ্টেম্বর ২০১৬
৩	শ্যামপুর কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে না	১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬
৪	বাংলাদেশের নদীর পানি সবচেয়ে দূষিত	১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬
৫	রামপাল প্রকল্পের লাভ-ক্ষতি	১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬
৬	ব্যাক্তিগত প্রতিবাদ	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬
৭	সুন্দরবনের ক্ষতির কারণ ফারাক্কা	২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬
৮	পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সুন্দরবনের ক্ষতি করবে	২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬
৯	সুন্দরবনে রাডার বসানোর পরিকল্পনা ভারতের	২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬

উৎস : লেখক কর্তৃক ফেসবুক থেকে প্রস্তুতকৃত

সারণি ৩ এর ক্রমিক ১ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা কমে যাওয়ায় ভারতের সবচেয়ে বড় কয়লা কোম্পানি সিআইএল বাংলাদেশে কয়লা রপ্তানির চিন্তাভাবনা করছে। এদিকে রপমপালে ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্রে কয়লা সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছে সিআইএল। এতে লাইক দিয়েছে ১৬৬ জন এবং শেয়ার করেছে ২৭ জন এবং কমেন্টস করেছে প্রায় ২৩ জন।

ক্রমিক ২ থেকে জানা যায়, সরকারি পরিবেশ সমীক্ষা ইআইএ অনুযায়ী রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য বছরে ৪৭ লক্ষ ২০ হাজার টন কয়লা লাগে। এ হিসাবে এক হাজার ৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের জন্য প্রতিদিন প্রয়োজন হবে ১৩ হাজার ২০০ টন কয়লা। এই জন্য সুন্দরবনের ভেতরে হিরণ পয়েন্ট থেকে আকরাম পয়েন্ট পর্যন্ত ৩০ কি.মি. নদী পথে বড় জাহাজ বছরে ৫৯ দিন এবং আকরাম পয়েন্ট থেকে মংলা বন্দর পর্যন্ত প্রায় ৬৭ কি. মি. পথ ছোট লাইটারেজ জাহাজে করে বছরে ২৩৬ দিন হাজার হাজার টন কয়লা পরিবহন করতে হবে। সরকারের পরিবেশ সমীক্ষাতেই স্বীকার করা হয়েছে, এভাবে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে কয়লা পরিবহনকারী জাহাজ চলাচল করার ফলে যে যে সমস্যা দাঁড়াবে-

- কয়লা পরিবহনকারী জাহাজ থেকে কয়লার গুড়ো, ভাঙা/টুকরো কয়লা, তেল, ময়লা আর্বজনা, জাহাজের দূষিত পানিসহ বিপুল পরিমান বর্জ্য নি:সৃত হয়ে নদী-খাল-মাটিসহ গোটা সুন্দরবন দূষিত করে ফেলবে;
- সুন্দরবনের ভেতরে আকরাম পয়েন্টে বড় জাহাজ থেকে ছোট জাহাজে কয়লা স্থানান্তর করার সময় কয়লার গুঁড়ো, ভাঙা কয়লা পানি/মাটিতে পড়ে-বাতাসে মিশে, মাটিতে মিশে ব্যাপক পানি-বায়ু দূষন ঘটাবে;
- কয়লা পরিবাহী জাহাজের ঢেউয়ে পশুর নদীর দুই তীরে ভূমি ক্ষয় করবে, কয়লা স্থানান্তরে যন্ত্রপাতি শব্দদূষণ ঘটাবে;
- রাতের বেলায় জাহাজের সার্চলাইটের আলো নিশাচর প্রাণীসহ সংরক্ষিত বনাঞ্চল সুন্দরবনের পশু-পাখির জীবনচক্রের ওপর মারাত্নক ক্ষতির প্রভাব ফেলবে ইত্যাদি। এ কারণে কর্তৃপক্ষের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে কিন্তু সাধারণ মানুষ সেটা মানতে নারাজ।

ক্রমিক ৩ বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীলঙ্কার পূর্ব উপকূলবর্তী ত্রিনকোমালি শহরের কাছে ত্রিনকোমালি কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছিল দেশটির সরকার। কিন্তু পরিবেশবিদদের উদ্বেগ ও আপত্তির কারণে সে দেশের সরকার প্রকল্পটি বাতিল ঘোষণা করে। প্রায় ৫০৫ একর সমুদ্র উপকূল জুড়ে ত্রিনকোমালি শ্যামপুরে

ভারতের ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কয়লাভিত্তিক যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র করার কথা থাকলে ও স্থানীয় সুপ্রিম কোর্টকে সেটিকে বাতিল করে দেয়। স্থানীয় সমাজে এই প্রকল্পের পরিবেশগত ক্ষতি বিষয়ে এবং এর অর্থনৈতিক লাভ নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ-বিক্ষোভ ছিল। এর আগে এই প্রকল্প এগিয়ে নিতে বাংলাদেশের রামপাল প্রকল্পের আদলে ৫০: ৫০ হিস্যায় স্থানীয় একটি কোম্পানি (Trincomalee Power Company Limited-TPCL) গড়ে ভারত ও শ্রীলংকা সরকার। এতদিন এই সংক্রান্ত তথ্য 'গোপনীয়' হিসেবে অভিহিত করা হলে পরবর্তীতে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে সেটি উন্মোচন করা হয়। প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ডলারের এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত চাইছিল তামিল নাড়ুর সঙ্গে শ্রীলঙ্কার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাকে সম্পৃক্ত করে ফেলতে। যেটা তারা করছে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। এই লেখাটিতে লাইক দিয়েছে ৪৫৪, শেয়ার ৩৫ এবং মন্তব্য করেছে ২১ জন।

বাংলাদেশের নদীর পানি সবচেয়ে দূষিত ক্রমিক ৪ থেকে জানা যায়, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৪৮ টি দেশের মধ্যে তুলনা করে নদীর পানি সবচেয়ে বেশি দূষিত হচ্ছে বাংলাদেশে (এডিবি)। আর নদী অববাহিকাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অবনতি হয়েছে নেপাল, ভারত, বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া গঙ্গা অববাহিকার পানি। 'এশিয়ান ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট আউটলুক-২০১৬' শীর্ষক প্রতিবেদনে জাতীয় পানি নিরাপত্তার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থানকে বিপদজনক বা ঝুকিপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। পানি খাতের সুরক্ষা ছাড়া এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধরে রাখা যাবে না। বাংলাদেশে প্রায় ১৬ লাখ বিদ্যুৎচালিত সেচযন্ত্র ও ৩০ হাজার গভীর নলকূপের মাধ্যমে বছরে ৪৮-৫২ কিউবিক কি.মি পানি উত্তোলন করা হয়। যা ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নামিয়ে বড় ধরনের পরিবেশগত ঝুঁকি তো তৈরি করছেই, সেই সাথে এই পানি তুলতে বছরে ৩৭৮ কোটি ডলার খরচ হবে। এতে লাইক ৮৯, শেয়ার ১৮ এবং কমেন্টস করেছে ২১ জন।

সারণি ৩ এর ক্রমিক ৫ থেকে জানা যায় রামপাল প্রকল্পের লাভ-ক্ষতি-

সূচক	কী হারাব?	কতটা পাব?
কর্মসংস্থান সৃষ্টি	কৃষির উপর নির্ভরশীল ৭০০০ মানুষের জীবিকা	বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৬০০ জনের কাজের সুযোগ
প্রকল্প এলাকায়	বছরে ১২৮৫ মেট্রিক টন ধান এবং ৫৬৯ টন মাছের উৎপাদন	প্রথম পর্যায়ে ১৩২০ মেগাওয়াট এবং পরবর্তী পর্যায়ে আরো ১৩২০ মেগাওয়াট
পশুর নদী	দুর্লভ ডলফিন সহ জলজ জীববৈচিত্র এবং সুন্দরবনের পশু-পাখির সুপেয় পানির যোগান	নদীর উপর দিয়ে কয়লা পরিবহন ও বিদ্যুৎকেন্দ্রের দৈনন্দিন বর্জ্য নিষ্কাশনে চরমভাবে দূষিত পশুর নদী
সুন্দরবন এলাকা	পরবর্তী ১০-১৫ বছরের মধ্যে উজাড় হয়ে যাওয়া বনাঞ্চল	সুন্দরবনের বিস্তৃত ন্যাড়া ভূমি
সুন্দরবন নির্ভরশীল	৫ লক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকা	মৌলিক চাহিদা বঞ্চিত ৫ লক্ষ জীবন
লাভ/ক্ষতি	বছরে ৫,০০০ কোটি টাকা (সুন্দরবনের ক্ষতি এবং লক্ষ লক্ষ জীবনের মানবিক বিপর্যয় টাকার অংকে পরিমাপযোগ্য নয়)	বছরে ৩,০০০ কোটি টাকা

ব্যাক্তিগত প্রতিবাদ ক্রমিক ৬ থেকে জানা যায়, "আমি আব্দুল করিম। জন্মসূত্রে বাংলাদেশের একজন নাগরিক এবং সংবিধানের ৭ এর (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশের মালিক। আমি রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মানের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বিদ্যুৎ আমিও চাই কিন্তু সুন্দরবন ধ্বংস করে আমার বিদ্যুৎ এর দরকার নাই। দয়া করে আপনিও আমার এ প্রতিবাদ আমলে নিন।" এই লেখাটি শেয়ার করেছে ১০০০ জনের উপরে।

ক্রমিক ৭ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিল করলেই সুন্দরবন রক্ষা পাবে। ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির এক নম্বর কারণ হিসেবে গঙ্গা নদীর উজানে ভারতের নির্মাণ করা ফারাক্কা ব্যারাজকে চিহ্নিত করেছেন। এই পোষ্ট পছন্দ করেছে ১৬৮, শেয়ার করেছে ৩৩ জন এবং মন্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিল করলেই সুন্দরবন রক্ষা পাবে ।

ক্রমিক ৮ বিশ্লেষণে জানা যায় রামপাল ছাড়াও সুন্দরবনের পাশে আরেকটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং প্রস্তাবিত একটি পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগেও আপত্তি জানিয়েছে ইউনেস্কো। জাতিসংঘের বিজ্ঞান, শিক্ষা ও ঐতিহ্য বিষয়ক এই সংস্থা বলেছে, ফারাক্কা বাঁধও সুন্দরবনের জন্য ক্ষতির কারণ। একই আশঙ্কায় রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল করার সুপারিশ করা হয়েছে। এই পোষ্ট পছন্দ করেছে ১৮৪, শেয়ার করেছে ২৮ জন।

সুন্দরবনে রাডার বসানোর পরিকল্পনা নিয়ে ক্রমিক ৯ বিশ্লেষণ থেকে পাই, সমুদ্র পথ দিয়ে ভারতে সন্ত্রাসবাদীরা ঢুকে নাশকতা চালাতে পারে বলে আশঙ্কা করেছে ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীগুলো। তাদের আশঙ্কা সুন্দরবন হয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করতে পারে জঙ্গিরা এ জন্য সুন্দরবনে রাডার বসানোর পরিকল্পনা করছে নয়াদিল্লি। নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়েই হোক বা সাগর পাড়ি দিয়ে, স্থলপথে জলপথে ভারতে জঙ্গি অনুপ্রেবেশ নতুন নয়। বিশেষত ২৬/১১-র অভিজ্ঞতা মনে রেখে নানা সময়ে রাজ্যকে সতর্ক করা হয়েছে। মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা মোট ১৩৮২ টি দ্বীপের সুরক্ষা না থাকায় ভারতের মাটিতে নাশকতার লক্ষ্য নিয়ে পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূলের এই দ্বীপ-রুট ধরে জঙ্গিরা সহজেই ঢুকে পড়তে পারে। এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের সুরক্ষা মজবুত করতে সুন্দরবনে রাডার নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায় ভারত। সুন্দরবনে রাডার বসানোর পরিকল্পনা ভারতের এটি সমস্ত মানুষকে জানানোর জন্য আন্দোলনকারীরা দু'টি গ্রুপের সকলেই শেয়ার করার পরামর্শ দিয়েছে এবং লাইক ৬৭৮ জন। এছাড়া 'Say No to Rampal Power Plant' এর গ্রুপটিতে অক্টোবর মাসে ফেসবুকে রামপাল বন্ধের জন্য যে যে শিরোনামগুলো ব্যবহার করেছেন তা সারণির সাহায্যে তুলে ধরে পরবর্তীতে সেটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি ৪: রামপাল প্রকল্প বন্ধের দাবিতে অক্টোবর মাসের ফেসবুক পোস্ট

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	তারিখ
১	সুন্দরবনের রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্র যে কথা কেউ বলছে না	৩ অক্টোবর ২০১৬
২	সুন্দরবন রক্ষার মিছিলে চে গুয়েভারার পিতা!	৪ অক্টোবর ২০১৬
৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উক্তি	১১ অক্টোবর ২০১৬
৪	রামপাল নিয়ে শিল্পী আনা	১৩ অক্টোবর ২০১৬
৫	প্রকৃতি পরিবেশ ধ্বংস করে উন্নয়ন কার স্বার্থে	১৮ অক্টোবর ২০১৬
৬	বিদ্যুৎ চাই, বিদ্যুৎ উৎপাদনের আর কি বিকল্প আছে ?	২৪ অক্টোবর ২০১৬
৭	প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জমি অধিগ্রহণ কেন?	২৬ অক্টোবর ২০১৬

উৎস : লেখক কর্তৃক ফেসবুক থেকে প্রস্তুতকৃত

সারণি ৪ এর ক্রমিক ১ বিশ্লেষণ করলে জানা যায়, বঙ্গোপোসাগর এলাকায় ভারতের আধিপত্য বিস্তার কতটা গুরুত্বপূর্ন এবং এর উপর আর্ন্তজাতিক রাজনীতির সমীকরণ কতটা নির্ভরশীল তা প্রমান করে মংলা বন্দর থেকে মাত্র ২০ কি.মি দূরে সুন্দরবনে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প এই সমীকরণেরই একটি অংশ।

প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর জুড়ে চীন কিছু ভূ-সামরিক কৌশলগত অবস্থানকে 'মুক্তার মালা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যে কোনো যুদ্ধ পরিস্থিতিতে চীনকে ঘেরাও করা যায় ইন্টারনেটে এই স্ট্রিং অব পার্লস যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা আছে। সেখানে দেখা যাবে, একাধিক সামরিক গুরুত্বপূর্ন স্থানের মধ্যে একটি বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগর। আর তাই বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি অবস্থানে যেমন বাগেরহাট, মহেশখালীর মতো উপকূলীয় অঞ্চলে দেখা যাবে ভারত এবং চীনের পাল্টাপাল্টি বহু কর্মসূচী। সুন্দরবনে ক্ষতিকর রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প দিয়ে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পাওয়ার পরপরই কোনও কালক্ষেপণ না করেই মোদি বিশেষ নজর দেন বঙ্গোপসাগর এলাকায়। বাংলাদেশের এলাকায় নিজেদের অবস্থান জোরালো করার উদ্যোগে মোদি ভারতীয় মালবাহী জাহাজগুলোর জন্য মংলা ও চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার নিশ্চিত করেছেন। বঙ্গোপসাগরের প্রভাব বাড়ানোর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ব্লু ইকোনোমি নিয়ে গবেষণা করার চুক্তি করলেন। আম্বানি পরিবারকে দিয়েছেন কক্সবাজারের মহেশখালীতে টার্মিনাল নির্মানের কাজ। বাংলাদেশের কাছ থেকে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ইজারা নেওয়ার চুক্তি। সমুদ্রের পাশাপাশি বাংলাদেশের স্থলভাগে আরোও জোরদার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে অসম ট্রান্সিট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ভারতীয় ইকোনোমিক জোন হিসেবে। বাংলাদেশ-নেপাল-ভূটান-ভারত (বিটিআইএন)

আন্তঃদেশীয় সড়ক যোগাযোগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঢাকা-শিলং-গুয়াহাটি ও কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে- যার মধ্য দিয়ে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহী বা সন্ত্রাসী তৎপরতা দমনের সুযোগ প্রসারিত হবে। এছাড়া রামপালের বিদ্যুৎ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার তৎপরতা আছে। কিন্তু তাতে বাধ সেধেছে বিএনপি। এতে সর্বমোট পছন্দ করেছে ৪৩২ জন, শেয়ার করেছে ৬৫ জন এবং মন্তব্য এসেছে ১৩৬ টি।

ক্রমিক ২ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সকল বাধা উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত সুন্দরবন রক্ষার দাবি নিয়ে ৪ অক্টোবর ২০১৬ শুক্রবার শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে পানি কিনে মিছিলে আসা সাইকেল আরোহীদের পানি সরবরাহ করছেন এক ব্যাক্তি। এই শিরোনামের লেখাটি ২৬২ জন পছন্দ করেছেন এবং শেয়ার করেছেন ১৬ জন।

ক্রমিক ৩ এ প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'আমরা গাছ লাগাইয়া সুন্দরবন পয়দা করি নাই। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকৃতি এটাকে করে দিয়েছে বাংলাদেশকে রক্ষার করার জন্য। বঙ্গোপসাগরের পাশে দিয়ে যে সুন্দরবনটা রয়েছে এইটা হলো বেরিয়ার। এটা যদি রক্ষা করা না হয় তাহলে একদিন খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, কুমিল্লার কিছু অংশ, ঢাকার কিছু অংশ এ পর্যন্ত সমস্ত এরিয়া সমুদ্রের মধ্যে চলে যাবে এবং এগুলো হাতিয়া, সন্দ্বীপের মতো আইল্যান্ড হয়ে যাবে। একবার যদি সুন্দরবন শেষ হয়ে যায়–তো সমুদ্র যে ভাঙন সৃষ্টি করবে সেই ভাঙন থেকে রক্ষা করার কোনো উপায় নাই' (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান)। বঙ্গবন্ধুর এই উক্তি শতশত আন্দোলনকারী শেয়ার করেছে মানুষকে সঠিক তথ্য তুলে ধরার জন্য।

ক্রমিক ৪ এ প্রাপ্ত তথ্য থেকে বোঝা যায়, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিলের দাবিতে গত ২৮ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর অভিমুখের মিছিল পুলিশের টিয়ার গ্যাস আর লাঠির পিটুনিতে ছত্রভঙ্গ হয়। শিল্পী আনার এই লেখাটি সর্বমোট পছন্দ করেছে ৩৩২ জন, শেয়ার করেছে ৪৫ জন এবং মন্তব্য করেছে ৬৭ টি।

ক্রমিক ৫ এর প্রকৃতি পরিবেশ ধ্বংস করে উন্নয়ন কার স্বার্থে এই শিরোনামটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিদ্যুৎ অনেকভাবে উৎপাদন করা যায়। বিদ্যুৎকেন্দ্র অনেক স্থানেই স্থাপন করা যাবে। কিন্তু সুন্দরবন ধ্বংস হলে আর সৃষ্টি করা যাবে না। আমাজান রেইন ফরেস্ট ধ্বংস হওয়ার কুফল ভোগ করছে সারা বিশ্বের মানুষ। পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে, ঝড় জলোচ্ছাসের প্রকোপ বাড়ছে, বন্যা-খরা দুটোই বাড়ছে। ধনীদের কোনা সমস্যা নেই, তারা লুণ্ঠনের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ দিয়ে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে উঠছে যন্ত্রণাময়। বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় মানুষের লোভের বলি হবে কি সুন্দরবন ও সাধারণ মানুষ?

ক্রমিক ৬ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে বিশ্লেষণ থেকে জানতে পারি, পরিবেশ বিপর্যয় সারা পৃথিবীর মানুষকে উদ্বেগাকুল করে তুলেছে। উৎপাদনের জন্য, জীবনের স্বাচ্ছ্যন্দের জন্য জ্বালানি আলো পারার জন্য বিদ্যুৎ খুবই প্রয়োজনীয় কিন্তু পরিবেশ, জীবন ধ্বংস করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা কি যুক্তি সম্মত? বিদ্যুৎ চায় মানুষ জীবনের বিকাশের জন্য, বিপর্যয় সৃষ্টি করে বিদ্যুৎ কারো কাম্য হতে পারে না। সেজন্যই বিদ্যুৎ হতে হবে সস্তা, নিরাপদ ও নিরবিচ্ছিন্ন। তাই বিকল্প বিদ্যুতের জন্য সবাই নবায়নযোগ্য জ্বালানির কথা ভাবছে। কারণ তেল, গ্যাস, কয়লা ফুরিয়ে যাবে কিন্তু বিদ্যুতের প্রয়োজন ফুরাবে না। সাম্প্রতিক এক হিসাব বলছে, সারা দুনিয়াতে এই মুহূর্তে নবায়নযোগ্য জ্বালানী হতে ৮৪ টেরা ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রাপ্যতার দুনিয়ায় বিদ্যুতের চাহিদা হচ্ছে ১২ টেরা ওয়াট। বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রাপ্যতার দিক থেকে খুবই সম্ভাবনাময় অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। উদ্যোগ নিলে আমাদের বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদনের তিনগুণ বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে বলে বিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

সর্বশেষ ক্রমিক থেকে জানা যায়, এ বিষয়ে ভারতের বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় ও কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে একটি গবেষণা পরিচালিত হয়। গবেষণাটি পরিচালনা করে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার করপোরেশন (এনটিপিসি), ভেল ইঞ্জিনিয়ারিং ও টাটা। গবেষণার তথ্যানুযায়ী, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে প্রতি মেগাওয়াটের জন্য প্রয়োজন দশমিক ৪২ একর জমি। এই হিসাবে রামপালের এক হাজার ৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মানের জন্য ৫৫৫ একক জমি। এর সঙ্গে এমজিআর ও কুলিং টাওয়ারের জায়গা হিসাব করলে জমি লাগবে সর্বোচ্চ ৭০০ একর। অথচ রামপালে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এক হাজার ৮৩৪ একর জমি।

গবেষণায় অনুসন্ধানকৃত প্রশ্নসমূহের উত্তরযাচাই

আলোচ্য গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যকে নির্ধারিত প্রশ্নের আলোকে নিম্নে পর্যালোচনা করা হয়েছে-

সামাজিক আন্দোলনে কোন ধরনের গণমাধ্যম ব্যবহার হচ্ছে ?

বাংলাদেশের ফুসফুস বলে বিবেচিত সুন্দরবনকে বাঁচাতে এক দল আন্দোলনকারী প্রতিনিয়ত আন্দোলন করে যাচ্ছে। আন্দোলনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে মূলধারার গনমাধ্যমের পাশাপাশি বিকল্প ধরনের মাধ্যম। মূলধারার গনমাধ্যমে সরকারের বিপক্ষের কথা খুব বেশি আসে না। এক্ষেত্রে আন্দোলনকারীরা হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছে বিকল্প মাধ্যমকে। বিকল্প মাধ্যমের সাহায্যে ব্যক্তিগত মতামত তুলে ধরা যায়। তাই আন্দোলনকারীরা তাদের আন্দোলনকে আরো জোরালো করতে ৭৫% আন্দোলনকারী সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে। সেই সরকার চারদিকে উন্নয়ন বলে রব তুলছে। শহরে, নগরে, বন্দরে মহাসড়কের পাশ ঘেঁষে বিশাল বিলবোর্ডে উন্নয়নের ঢাক ঢোল বাজছে প্রতিনিয়ত। এই সব উন্নয়নের নামে সরকার যাতে জনস্বার্থে কোনো কাজ করতে না পারে এই জন্য তারা বিভিন্ন প্রযুক্তির সাহায্যে আন্দোলনকে আরো জোরালো করতে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করেন। আলোচ্য গবেষণা থেকে জানা যায়, আন্দোলনকারীরা সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় সাইট ফেসবুক ব্যবহারের কথা জানিয়েছেন যার হার ৭৫%। তারা মনে করেন ফেসবুকের ব্যবহারের সবচেয়ে সহজ হওয়ায় এবং আর্থিক অপচয় কম হওয়ায় ফেসবুক ব্যবহার করেন। এছাড়া ব্লগ ব্যবহারের কথা জানিয়েছেন প্রায় ১০% এর মতো। অন্যদিকে টুইটার ব্যবহারের পাশাপাশি সবগুলো সাইট ব্যবহার করেন (৫% এবং ৫.৮৩%)। উল্লেখযোগ্য যে সব আন্দোলনকারীর বয়স ১৮-২৮ তারাই সবচেয়ে ফেসবুক ব্যবহারকারী।

ফেসবুক ব্যবহারের কারণ কী?

আন্দোলনকারীরা ফেসবুক কারন হিসেবে জনিয়েছেন ২০.৮৩% সামাজিক দায়িত্ব থেকে, যোগাযোগ রক্ষা করতে ২৭%, বিনোদনের জন্য ৪১%, শিক্ষালাভ করতে এবং অন্যান্য কাজে ১০% আন্দোলনকারীরা ফেসবুক ব্যবহার করে। এ তথ্যের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, যোগাযোগ রক্ষার করার চেয়ে, বিনোদনের জন্য, আন্দোলনকারীরা ফেসবুক ব্যবহার করেন।

ফেসবুক সম্পর্কে আন্দোলনকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

আলোচ্য গবেষণায় এটি প্রতিয়মান হয় যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে মূলত সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সঠিকভাবে ব্যবহারের ফলে আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিশেষ করে যে কোনো ইস্যুতে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব। আন্দোলনকারীরা মনে করেন, জনগনের আন্দোলন, সুন্দরবন ও বাংলাদেশের পরিবেশ ধ্বংসের আশঙ্কা সব কিছুকে গায়ের জোরে উপেক্ষা করে সুন্দরবনের পাশে রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মানে সরকার বদ্ধ পরিকর। কিন্তু সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুন্দরবন রক্ষায় এক ধরনের জাগরণ তৈরি হয়েছে। বিকল্প মাধ্যমের দ্বারা তাদের মতামতকে সব স্থানে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। প্রায় ৭৬% আন্দোলনকারী মনে করেন, তারা বিকল্প মাধ্যমের সাহায্যে তাদের যে আন্দোলন সেটিকে তারা ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। তারা মনে করেন বিকল্প মাধ্যমের সাহায্যে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হলে কি কি ক্ষতি হবে, কি কি প্রভাব পড়বে সুন্দরবনের উপর ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তারা বিকল্প মাধ্যমের দ্বারা তুলে ধরতে সক্ষম হচ্ছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিকল্প মাধ্যম ব্যবহারের ফলে নেতিবাচক প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন আন্দোলনকারীরা। এক্ষেত্রে কিছু কিছু মানুষ মনে করেন এই অবাধ মাধ্যম ব্যবহারের ফলে (যুব সমাজের অবক্ষয়, সময়ের অপচয়) ইত্যাদি নেতিবাচকের কথা বলেছেন। এখানে স্পষ্ট হয় যে, আন্দোলনকারীদের এই অবাধ মাধ্যম ব্যবহারের ফলে নেতিবাচকের চেয়ে ইতিবাচক ধারনাই বেশি আন্দোলনকারীদের মধ্যে।

আন্দোলনে ফেসবুকের প্রভাবের মাত্রা যাচাই

বিকল্প মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই আন্দোলনকারীরা নিজেদের জীবন সহজ এবং গতিশীল করে তুলেছে অতি অল্প সময়ে। কিন্তু এই অবাধ প্রযুক্তি ব্যবহরের ফলে অনেক সময় নেতিবাচক প্রভাবের ফলে নেতিবাচক কূফল ও ভোগ করতে হয়। এমনকি সাইবার অপরাধের ও প্রবনতা বেড়ে যায় এর অপব্যবহারের ফলে। এছাড়া অতি দ্রুত সময়ে ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবনতা বাড়ছে। এর পাশাপাশি বিকৃত ও অশ্লীল ভাষায় লেখালেখি করে পাল্টা মন্তব্য ও অতি দ্রুত মাত্রায়।

আলোচ্য গবেষণা থেকে জানা যায়, অবাধ মাধ্যম আসার ফলে আমাদের দেশের বিশাল জনসমষ্টির একটা বিরাট অংশ সামাজিক মাধ্যমে ইতিবাচক হিসেবে গ্রহন করলেও কিছু কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তবে গবেষণায় অংশ নেয়া আন্দোলনকারীরা এবং গ্রুপ দু'টির পোষ্টকে নেতিবাচকের চেয়ে ইতিবাচক হিসেবে দেখেছেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। প্রায় ৭৭% আন্দোলনকারী মনে করেন বিকল্প মাধ্যমের এই ব্যবহারকে ইতিবাচক হিসেবে মনে করেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব থাকা সত্ত্বেও বিকল্প মাধ্যম ব্যবহারে তারা সন্তুষ্ট।

উপসংহার

বিখ্যাত লেখক হাক্সলি তার 'Brave New World' গ্রন্থে যোগাযোগের এমন বিস্ময়কর অগ্রগতি কল্পনা করেছেন যখন মানুষ আর কষ্ট করে চিঠিপত্র লিখে যোগাযোগ করবে না। এমন এক যন্ত্র আসবে যা মানুষের মনকে পড়তে পারবে এবং নিজেই সে অনুযায়ী কাজ করতে পারবে। মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় এনেছে এক আমূল পরিবর্তন। তাই সহজেই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমেই পৃথিবীকেই হাতের মুঠোর আনা সম্ভব হয়েছে। বর্তমান যুগে যোগাযোগের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে ইন্টারনেট। বিশ্বায়নের এই যুগে ইন্টারনেট প্রাধন্যশীল মিডিয়া হয়ে কাজ করেছে। একুশ শতকে ইন্টারনেট একটি সর্বব্যাপী উপাদান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে এবং আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। বলা যায়,'Internet has changed the way we communicate entirely. We email instead of write and we text instead of call'। বর্তমান বিশ্বজুড়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ ভূগোল আর সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারছে অভাবনীয় দ্রুত সময়ে। সম্ভাবনায় ভরপুর একটি জ্ঞানভিত্তিক পৃথিবী গড়ার প্রত্যয় নিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ গ্রহণ করা হয়। এই নীতিমালার মূল উদ্দেশ্যেই ছিল বাংলাদেশের সমস্ত মানুষকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আওতায় আনা। বর্তমানে খুবই কম মানুষই আছে যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার থেকে দূরে আছে। তাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই সাধারন মানুষ থেকে শুরু করে সরকারের উপরিমহল পর্যন্ত যে কোনো ইস্যু যেমন (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ইস্যু) ইত্যাদিতে জণগনের অংশগ্রহন চোখে পড়ার মতো। তারই প্রমাণ মেলে শাহবাগের গণ-জাগরণ মঞ্চ, রামপাল ইস্যু ইত্যাদি। এক্ষেত্রে মানুষের আন্দোলন ছিল স্বর্তঃস্ফুত। সম্প্রতি সুন্দরবন রক্ষার্থে এমন একটি আন্দোলন চলছে যা আসলেই সৃষ্টিশীল। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন গান বাঁধা হচ্ছে, ডকুমেন্টারি তৈরি হচ্ছে, পথ-নাটক করা হচ্ছে, কার্টুন আঁকা হচ্ছে, প্রচারের নিত্য নতুন মাধ্যম আবিষ্কৃত হচ্ছে। পত্রিকার পাতায় দেশের চিন্তাশীল মানুষের বিভিন্ন দিক থেকে এই প্রকল্পের বিপক্ষের যুক্তিগুলো তুলে ধরছেন। অন্যদিকে আন্দোলনকারীগণ বিকল্প মাধ্যমের সাহায্যে তাদের মতামত জানানোর চেষ্টা করছে। সামাজিক ইস্যুতে আন্দোলনকারীরা বিকল্প মাধ্যম কেন ব্যবহার করে, কোন ধরনের কাজে বিকল্প মাধ্যম ব্যবহার করে এবং এর প্রভাব কতটুকু সেটি জানার জন্য আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পটি সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমের আন্দোলনকারীদের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার সর্ম্পকিত সমস্ত তথ্য উন্মোচিত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

আহম্মদ, আবুল মনসুর ও আলম, মোঃ আশরাফুল। (২০১২)। বিকল্প মাধ্যম হিসেবে ওয়েব সাময়িকী: বাংলাদেশ ভিত্তিক 'মেঘবার্তা'র আধেয় বিশ্লেষণ। *Perpectives in Social Science.* ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ-১৪।

আহম্মদ, আবুল মনসুর ও আলম, মোঃ আশরাফুল। (২০১২)। বিকল্প মাধ্যম হিসেবে ওয়েব সাময়িকী : বাংলাদেশ ভিত্তিক 'মেঘবার্তা'র আধেয় বিশ্লেষণ। *Perpectives in Social Science.* ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ-১৫।

ইসলাম, সাইফুল। (২০১৪)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রবনতা। *নিরীক্ষা*: (বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিইটের গণমাধ্যম সাময়িকী), ২০১ তম সংখ্যা, ঢাকা।

মোস্তাহেদিন, আক্তার, সাগর, মোঃ ছেরাজুল, মাসুমা, এনামুর রহমান। (২০১২)। ডিজিটাল বিশ্বে ফেসবুক: বাংলাদেশে ফেসবুকের সামাজিক প্রভাব। ডিজিটাল বাংলাদেশ ও নিওমিডিয়া। *নিরীক্ষা*: (বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিইটের গণমাধ্যম সাময়িকী), ১৯২-১৯৩তম সংখ্যা, ঢাকা-১১০০।

রেহমান, তারেক শামসুর। (২০১৪)। *আরব বসন্ত*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার।

সাদি, সাফওয়ান। (২০১১)। বিপ্লবের বাহন 'নিউ মিডিয়া'। *মিডিয়াওয়াচ*, সংখ্যা ০৭, পৃ-৩-৬।

সুন্দরবন সংখ্যা। (২০১৫)। হালখাতা (বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা)। ৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা।

হক, ফাহমিদুল। (২০১১)। বাংলা ব্লগ কমিউনিটিঃ মতপ্রকাশ, ভার্চুয়াল প্রতিরোধ অথবা বিছিন্ন মানুষের কমিউনিটি গড়ার ক্ষুধা। *যোগাযোগ*, সংখ্যা ১০, পৃ-১৫১-১৭৭।

হক, ফাহমিদুল। (২০১১)। সাইবার পরিসরে বিকল্প মাধ্যমের খোঁজে। অসম্মতি উৎপাদন গণমাধ্যম-বিষয়ক প্রতিভাবনা। ঢাকা: *সংহতি*, পৃ-৮৭-৯৩।

হায়দার, শাওন্তী ও ইসলাম, সাইফুল। (২০১৪)। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের অনলাইন সংস্করণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা। *নিরীক্ষা*: (বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিইটের গণমাধ্যম সাময়িকী), ১৯৫ তম সংখ্যা, ঢাকা।

Brook, D. (2005). *Modern Revolution: Social Change and Cultural Continuity in Czechoslovakia and China.* USA: University Press of America.

Castells, M. (2009). *The rise of the network society*. Oxford: Wiley-Blackwell.

Clayton, A. *(2009). Iran soccer players banned from national team after wearing* green pro-opposition wristbands*: NY Daily News.*

Gustin, S. (2011). Social Media Sparked, Accelerated Egypt's Revolutionary Fire. *Wired*, February 11. Retrieved from: https://www.wired.com/2011/02/egypts-revolutionary-fire/

Jones, O. (2015). *My honest thoughts on the Corbyn campaign and overcoming formidable obstacles*. Medium Corporation. Retrieved from https://medium.com/@OwenJones84/my-honest-thoughts-on-the-corbyn-campaign-and-overcoming-formidable-obstacles-de81d4449884

Khan, M. Z., Gilani, I. S., & Nawaz, A. (2012). From Habermas Model to New Public Sphere: A Paradigm Shift*, Global Journal of Human Social Science*, 12(05).

McLuhan, M. (1964). *Understanding Media: The Extensions of Man*. New York: McGrawHill.

Parker, S. (2013). *Karl Pilkington: What I've Learned*. Retrieved from: http://www.esquire.co.uk/culture/film/news/a4862/karl-pilkington-what-ive-learned/

Satell, G. (2014*). If You Doubt That Social Media Has Changed The World, Take A Look At Ukraine*. Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/gregsatell/2014/01/18/if-you-doubt-that-social-media-has-changed-the-world-take-a-look-at ukraine/#756364714a2c

Shaer, M. (2015). The Media doesn't care what happens here. *The New York Times Magazine*.

Smith, C. S. (2005). U.S. helped to prepare the way for Kyrgyzstan's Uprising. *The New York Times*.

Tocqueville, A. (1955). *The old Regime & the French Revolution*, (p-176). New York: Anchor Books.